দৈনিক সংবাদ

তারিখ 09 JAN 1990
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

02 24

বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের প্রস্তাবিত সংশোধন

চলতি জাতীয় সংসদ অধিবেশনে ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ সংশোধন করার উদ্দেশ্যে একটি বিল উত্থাপন করা হচ্ছে। এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে সংশয় ও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ আধুনিকীকরণের নামে সরকারের একতরফা পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক এর প্রতিবাদে একদিনের প্রতীক ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শুধু বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নয়, শিক্ষানুরাগী নাগরিকদের মধ্যেও বিষয়টি উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

সরকারের নীতিনির্ধারক ব্যক্তিরা ইতিপূর্বে নানা উপলক্ষে সম্ভাব্য সংশোধনীর ওপর আলোকপাত করেছেন। তারা একথাও স্বীকার করেছেন যে, বিষয়টি নাজুক এবং সবার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই সংশোধনের প্রস্তাব করা হবে। কিন্তু বিল আনার আগে সে রকম কোন আলাপ-আলোচনার উদ্যোগ না নেয়াতেই প্রস্তাবিত বিলের উদ্দেশ্য ও চরিত্র সম্পর্কে উদ্বেগ ও আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বহুল প্রচারিত সমস্যাগুলোর সমাধান কিভাবে করা সম্ভব এ নিয়ে ভাবাবেগহীন আলোচনা সকলেরই কাম্য। আমরা ধরে নিতে পারি যে, ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ প্রণয়ন অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষা, গবেষণা ও সংস্কৃতির স্বার্থেই করা হয়েছিল এবং তাতে কারো সদুদ্দেশ্যের কোন অভাব ছিল না। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি যথার্থই বলেছেন '৭৩-এর অধ্যাদেশ ছাত্র-শিক্ষকদের দীর্ঘ ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ফসল। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন ওই অধ্যাদেশের গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপর জোর দিয়েছেন। তবে কোন আইন বা অধ্যাদেশই অপরিবর্তনীয় নয়। অভিজ্ঞতার আলোকে তার পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। তবে সে পরিবর্তনকে অবশ্যই হতে হবে আইনকে আরও উন্নত করার উদ্দেশ্যপ্রসূত। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন বা গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করার লক্ষ্যে কোন পরিবর্তন আনা হলে তা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে বাধ্য। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ পরিবর্তন বা সংশোধনের আগে প্রচলিত অধ্যাদেশটির একটি পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন হওয়া উচিত। গত ১৬ বছরের অভিজ্ঞতার যথাযথ মূল্যায়ন হলে আমরা বুঝতে পারবো, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বর্তমান সমস্যায় এই অধ্যাদেশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান কতখানি এবং তার প্রতিকারের জন্য কোথায় কতখানি পরিবর্তন প্রয়োজন।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্য নিয়োগের বর্তমান পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট তিন সদস্যের একটি প্যানেল নির্বাচন করে। আচার্য তার থেকে একজনকে নিয়োগ করেন। এই নির্বাচনে অবশ্যম্ভাবী দলাদলির সৃষ্টি হয় এবং কার্যনির্বাহের সময় উপাচার্য তার সমর্থকদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে অভিযুক্ত হন। যে সিনেট প্যানেল নির্বাচন করে তার সদস্য নিয়োগ ও নির্বাচনের পদ্ধতি নিয়েও নানা বিতর্ক রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য ছিল, একটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে, দল-মতের ঊর্ধ্বে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তিকে উপাচার্য নিয়োগ করা। সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে কিনা বিশদভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। অন্যদিকে আচার্য কর্তৃক সরাসরিভাবে উপাচার্য নিয়োগ পদ্ধতি অতীতের অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই সরাসরি নিয়োগের একটা নতুন দিক এখন আছে। আগে পদাধিকারবলে নির্ধারিত আচার্য ছিলেন আইনগতভাবে নির্দলীয়। বর্তমান শাসনতন্ত্রে তিনি সরকারপ্রধান এবং দলীয় ব্যক্তিত্ব। তাই এই পদ্ধতিতে রাজনৈতিক দলাদলির ঊর্ধ্বে ওঠা আগের চেয়ে কঠিন হয়ে উঠতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশের প্রস্তাবিত সংশোধনী বিলের বিস্তারিত বিবরণ এখনও কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আসেনি। ফলে সে সম্পর্কে বিশদ আলোচনার সুযোগ নেই। তবে কোন কোন মহল থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে, সংশোধনী পাস করার যোগ্যতা জনপ্রতিনিধিত্বহীন বর্তমান জাতীয় সংসদের আছে কিনা। তাই যেকোন সংশোধন বা সংযোজন বাস্তবায়িত করতে গেলে নতুন জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। তাতে শিক্ষাক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা বাড়বে বই কমবে না।

সবদিক থেকে বিবেচনা করে দেখতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ সংশোধনের ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করাই সমীচীন। ইতিমধ্যে কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবিত সংশোধনগুলো প্রকাশ করুক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ভিতরে-বাইরে এ নিয়ে আলোচনা হোক। তখন সংশোধনের যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব হবে।